22862 - ক্রতোদরে আকৃষ্ট করতে মার্কটেগুলোর প্রদত্ত পুরস্কাররে হুকুম

প্রশ্ন

প্রায়ই বশে কছিু বাণজি্যকি দোকান কংিবা পত্রকিা কংিবা অন্য কছিু প্রতষ্ঠিান এমন কছিু প্রতযিোগতিার আয়োজন করে যগেুলোতে তারা পুরস্কার প্রদান কর;ে যাতে করে বশেি পরমিাণ ক্রতোকে তারা টানতে পার।ে অনুগ্রহ করে এ ধরনরে প্রতযিোগতিায় অংশগ্রহণ করার হুকুম আমার কাছে স্পষ্ট করবনে। সাথে সাধ্যমত এ বষিয়ে প্রসদ্ধি আলমেদরে ফতোয়া উল্লখে করবনে, যনে আমার কাছে বষিয়টি স্পষ্ট হয়। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দান করুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বাজারে বদ্যিমান প্রতযিোগতিা এবং পণ্যরে প্রচার-প্রসারে মালকিদরে আগ্রহরে কারণে পণ্য প্রচারণার ক্ষত্রেে এটি নতুন একটি মাসআলা। সমকালীন আলমেরা উক্ত মাসআলায় দুটি মতে বভিক্ত। প্রথম মত: সাধারণভাবে এটি নষিদ্ধি। দ্বতিীয় মত: শর্ত সাপক্ষেে এটি বধৈ। এর নষিদ্ধিতা ও হারাম হওয়ার মত দয়িছেনে ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি ও শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ। নম্নিে তাদরে কছিু ফতোয়া উল্লখে করা হলো।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে এই প্রশ্ন জজ্ঞিাসা করা হয়: ‘আমরেকিায় কছিু খাদ্যদ্রব্য বক্রিরি বাণজি্যকি দোকান রয়ছে।ে আপনি যদি সখোন থকেে কছিু কনিনে তারা আপনাকে গোপন কছিু নম্বর দয।ে যদি দোকান কর্তৃক নর্িধারতি কছিু নম্বর আপনার কাছে একত্রতি হয় তাহলে আপনি একটি পুরস্কার জতিবনে। পুরস্কারটি হলো নগদ অর্থ। প্রশ্ন হলো: একজন মুসলমানরে জন্য কি এই পুরস্কার গ্রহণ করা জায়যে হব?ে উল্লখ্যে, এর জন্য তাকে আলাদা করে কছিু পরশিোধ করতে হয় না; বরং শুধু তাদরে কাছ থকেে কনোকাটা করা বা দোকান ভজিটি করাই এই নম্বরগুলো পাওয়ার কারণ হয়, যগেুলোর মাধ্যমে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাক।ে’

তারা উত্তর দয়ে: “যদি বষিয়টি আপনি যভোবে উল্লখে করছেনে সভোবইে হয়ে থাক,ে তাহলে আপনার জন্য সইে পুরস্কার গ্রহণ করা জায়যে নয; যে পুরস্কার পাওয়ার কারণ আপনি সে দোকান থকেে কনোকাটা করা বা দোকানটি ভজিটি করা এবং একটি নম্বর বাছাই করে নয়ো; বাছাইযরে সময় যে নম্বরটি আপনার কাছে অজ্ঞাত ছলি; পরে জানা গছে।ে যহেতেু এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন, সুন্নাহ এবং আলমেদরে সর্বসম্মত মতরে মাধ্যমে জুয়ার নষিদ্ধি হওয়া প্রমাণতি।”[ফতোয়া নং: ৫৮৪৭, ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১৫/১৯১)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে আরও একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল:

“আমাদের এখানে কিছু বিক্রেতা আছে যারা পপকর্নের কার্টন একশ রিয়ালে বিক্রি করে। অথচ অন্যান্য দোকানে একই জিনিস প্রায় বেশি রিয়ালে পাওয়া যায়। তবে, তারা একটি গাড়ি ও অন্যান্য পুরস্কার ঘোষণা করে। যার ফলে পুরস্কার পাওয়ার আশায় মানুষ হুমড়ি খেয়ে তাদের কাছ থেকে কিনছে। এটি কি বৈধ? আমাদের ফতোয়া দিন, আল্লাহ আপনাদের প্রতিদান দিন।”

তারা উত্তরে বলেন:

“আপনি যে কাজটির কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তা বৈধ নয়। বরং এটি একটি নিন্দনীয় কাজ এবং জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যা আল্লাহ হারাম করেছেন। কারণ এতে ঝুঁকি, অনিশ্চিয়তা এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার বিষয় রয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91)

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানের এক একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব, এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পারো। বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি এসব ছাড়বে?”[সূরা মায়েদা: ৯০-৯১]

আল্লাহ আরো বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।”[সূরা নিসা: ২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি অনিশ্চয়তাপূর্ণ (গারার) বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ আপনাকে সকল ভালো কাজের তৌফিক দান করুন, আপনাকে সাহায্য করুন এবং আপনার বিষয়কে সহজ করে দিন।’[সমাপ্ত][ফতোয়া নং (১৮৩২৪), ফাতাওয়াল-লাজনাহ (১৫/১৯৫)]

স্থায়ী কমিটিকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

“কিছু কল সেন্টার কর্মকারীকে বারবার ফোন করতে উৎসাহিত করার জন্য যে পুরস্কার দেয়, সেগুলোর বিধান কী?”

তারা উত্তরে বলনে:

“উল্লখেতি পদ্ধতিতে সাধারণ কল সন্টোরগুলো পুরস্কার নামে যে উপহারগুলো কলকারীদরে দযে, সগেুলো বধৈ নয়। যহেতেু এতে জুয়া রয়ছে, মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা এবং টলেফিোন যোগাযোগ প্রচার ও আয় বাড়ানোর উদ্দশ্যে অন্যায্যভাবে মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ করার বষিয় রয়ছে। পাশাপাশি এর ফলে কল সন্টোরগুলোর মালকিদরে মধ্যে এবং কলকারীদরে মধ্যে শত্রুতা, বদ্বিষে ও বরৈতিা সৃষ্টি হয়।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলনে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91)

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নর্িণয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে এক একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব, এসব থকেে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পারো। বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদরে পরস্পররে মধ্যে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদরেকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থকেে বরিত রাখতে। অতএব, তোমরা কি এসব বর্জন করবে?”[সূরা মায়দো: ৯০-৯১][ফতোয়া নং (১৯৫৬০), ফাতাওয়াল-লাজনাহ (১৫/১৯৬)]

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি:

“আমাদরে শহরে একটি সমবায় সমতি তিাদরে অফসিরে প্রবশেপথে একটি গাড়ি প্রদর্শন করছে। যে কউে তাদরে কাছ থকেে একশ দরিহাম বা তার বশেি মূল্যরে পণ্য কনিবে তাকে বনিামূল্যে নম্বরযুক্ত একটি কুপন দওেয়া হবে, যার ওপরে লখো আছে: ‘এর মূল্য দশ দরিহাম’। পরবর্তীতে একটি ড্র অনুষ্ঠতি হবে। উক্ত ড্রতে (তাদরে ভাষায়) ‘সৌভাগ্যবান ব্যক্তি’ প্রদর্শতি ওই গাড়টিি জতিবে। আমার প্রশ্ন হলো:

১- বনিামূল্যে দওেয়া ওই কুপনরে মাধ্যমে এই ড্রতে অংশগ্রহণরে হুকুম কী, যখোনে না জতিলওে অংশগ্রহণকারী কোনো ক্ষতরি সম্মুখীন হবে না?

২- শুধু উল্লখিতি কুপনটি পাওয়ার উদ্দশ্যে এবং লটারতিে অংশ নওেয়ার জন্য ওই সমবায় সমতি থকেে কনোকাটা করার হুকুম কী?

যহেতেু এখানকার মানুষ (শক্ষিতিরাও) এই বষিয়ে দ্বধিাগ্রস্ত ও দশিহোরা। তাই অনুগ্রহ করে দলীলসহ এই দুই প্রশ্নরে উত্তর দনি, যাতে মুসলমানরা তাদরে দ্বীনরে ব্যাপারে পরষ্কিার ধারণা পায়। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।”

তনিি উত্তরে বলনে:

“এই লনেদনেটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ হারাম করছেনে এবং যটেরি কথা আল্লাহর এই বাণীতে উল্লখে আছ:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91)

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নর্িণয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে এক একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব, এসব থকেে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পারো। বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদরে পরস্পররে মধ্যে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদরেকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থকেে বরিত রাখত। অতএব, তোমরা কী এসব বর্জন করব?”[সূরা মায়দো: ৯০-৯১] তাই ফুজাইরা ও অন্যান্য স্থানরে শাসকগণ ও আলমেদরে ওপর কর্তব্য হলো এই লনেদনেরে বরিোধেতিা করা এবং এর থকেে সতর্ক করা। কারণ এতে আল্লাহর মহান গ্রন্থরে বরিোধেতিা রয়ছেে এবং এর দ্বারা অন্যায়ভাবে মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ করা হয়। আল্লাহ সবাইকে হদোয়াত দান করুন এবং সত্যরে ওপর অবচিল রাখুন।”[মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ, সংখ্যা: ১১৪৫, ২৯/১০/১৪০৮ হজিরি]

অন্যদকিে শাইখ ইবনে উছাইমীন রহমিাহুল্লাহ এর মতে এই ধরনরে প্রতযিোগতিায় অংশগ্রহণরে হুকুম ব্যাখ্যাসাপক্ষে। যহেতেু তনিি দুটি শর্তে এটাকে বধৈ বলছেনে। তনিি বলনে:

“বর্তমানে কোম্পানগিুলো তাদরে কাছ থকেে কনোকাটা করলে পুরস্কার দয়ে। আমরা বলব: এতে কোনো সমস্যা নইে, তবে দুটি শর্তে।

প্রথম শর্ত: পণ্যরে মূল্য তার প্রকৃত মূল্যই হতে হবে; অর্থাৎ পুরস্কাররে কারণে দাম বাড়ানো যাবে না। যদি পুরস্কাররে জন্য দাম বাড়ানো হয, তাহলে তা জুয়া হবে এবং তা হালাল নয়।

দ্বতিীয় শর্ত: কউে যনে কবেল পুরস্কাররে আশায় পণ্য না কনে। যদি কউে শুধু পুরস্কাররে আশায় পণ্য কনে, অথচ তার এই পণ্যরে কোনো প্রয়োজন নইে, তবে এটি সম্পদ নষ্ট করা হসিবেে গণ্য হব। আমরা শুনছেি কছিু মানুষ এমন দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যরে কৌটা কনে যা তাদরে দরকার নইে; তবুও শুধু পুরস্কার পাওয়ার আশায় কনি। পরে দখো যায় সে দুধটি বা দুগ্ধজাত পণ্যটি বাজারে বা বাড়রি কোনো কোণয় ঢলেে ফলেে দয়ে। এটি জায়যে নয়। কারণ এটি সম্পদ নষ্টকরণ। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ নষ্ট করা থকেে নষিধে করছেনে।”[আসইলাতুল বাবলি মাফতূহ: প্রশ্ন নং ১১৬২]

ইনশা-আল্লাহ এই মতটইি সবচয়েে নকিটবর্তী; যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি নজিরে অন্তরে নশ্চিতি থাকে যে দ্বতিীয় শর্তটি তার ক্ষত্রেে পরপূির্ণ হয়ছেে। কারণ অন্তররে অবস্থা কবেল সে নজিইে জান; অন্য কোনো মানুষ নয়।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে হালাল ও পবিত্র রজিকি দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তুষ্টি ও সন্তুষ্টি দান করেন এবং হারাম ও হারামের মাধ্যমসমূহ থেকে দূরে রাখেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।